স্বাবলম্বন প্রকল্প নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে প্রাক্তণ শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রীর বিবৃতি :

তারিখ : ০৮/১১/২০১৮ ইং

'স্বাবলম্বনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের এক কোটি পর্যন্ত ঋণের সুবিধা' শীর্ষক শিরোনাম দিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য বলে প্রচারিত সংবাদটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গত ৬ নভেম্বরের আগরতলার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এই সংবাদটিতে আরও বলা হয়েছে— "রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণান্তে যাতে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে তারজন্য স্বাবলম্বন প্রকল্পের গাইড লাইন অনুমোদন করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। তিনি জানান এতদিন স্বাবলম্বন প্রকল্পে কোনো গাইড লাইন ছিল না। সরকার বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিন্তু তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সহজ শর্তে সহায়তার উদ্যোগ ছিল না।"

মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্য অসত্য এবং উদ্দেশ্যমূলক । রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস নিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয়।

প্রকৃত ঘটনা হল গোটা দেশের সামনেই বেকার সমস্যা একটি জ্বলন্ত জাতীয় সমস্যা। কোটি কোটি বেকার চাকরির প্রত্যাশায় ঘুরছে। দেশের সর্বত্র এই ছবি। অথচ দেশের এই সমস্যা সমাধানে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রচেষ্টা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। কার্যত বেকারদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অনিশ্চয়তা পিছু ধাওয়া করছে।

জাতীয় এই প্রেক্ষাপটে শিল্পোন্নয়নে পিছিয়ে থাকা আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছে। একদিকে যেমন সাধ্যমতো সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা, শূন্যপদ পূরণ করা একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ছিল। অপরদিকে শিল্প উন্নয়নের পক্ষ্যে সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ পরিসেবা, রেল, সড়ক, বিমান, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস জারি রেখেছিল। সরকারি চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে রাজ্য সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছিল এবং রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে স্বনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করেছিল। স্বাবলম্বন রাজ্যের একটি অন্যতম প্রকল্প হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-নির্ভর করে তুলতে এমন প্রকল্প দেশের অন্য কোন রাজ্যে নেই।

স্বনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ সৃষ্টিতে রাজ্য সরকারের যে সকল দপ্তর/ সংস্থা কাজ করছিল তা হল— (১) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, (২) ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, (৩) গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, (৪) ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, (৫) ত্রিপুরা তপশিলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, (৬) ত্রিপুরা তপশিলি জাতি (সাফাই) সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, (৭) ত্রিপুরা তপশিলি জাতি (প্রতিবন্ধী) সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, (৮) ত্রিপুরা ও বি সি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, (৯) ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, (১০) ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং (১১) ডাইরেক্টরেট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট।

এরমধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কর্মসূচি হল স্বাবলম্বন প্রকল্প। (স্বনির্ভর কর্মসূচি)। রাজ্য সরকার ২০০১ সালের জুলাই মাসে "স্বাবলম্বন" স্ব-রোজগার যোজনা শুরু করে। এর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল দক্ষ উদ্যোগী নির্বাচন করে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, পুঁজি জোগাড়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের নিজস্ব উদ্যোগ স্থাপনের

জন্য ব্যাংক ঋণ এবং সরকারি ভরতুকি প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই উদ্দেশ্য।

এছাড়া এই স্বাবলম্বন প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হল (ক) কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্র, (খ) সব ধরনের অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক প্রকল্প (উৎপাদন শিল্প/পরিসেবা/বাণিজ্য) এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে।

এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোগীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পারিবারিক আয়ের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। স্বাবলম্বন প্রকল্প সব ধরনের সীমাবদ্ধতা মুক্ত। উদ্যোগীকে মোট প্রকল্প ব্যয়ের কম পক্ষে ৫ শতাংশ (৫ শতাংশ) নিজে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রকল্পের যাবতীয় খরচের ৩০ শতাংশ হারে (মহিলা উদ্যোগীদের জন্য এই হার ৩৫ শতাংশ) সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সরকারি অনুদান বা ভরতুকি দেওয়া হয়। ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীকে বাধ্যতামূলক এনটার প্রনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ই ডি পি) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

শুধু স্বাবলম্বন প্রকল্পেই শুরু থেকে অর্থাৎ ২০০১ সালের জুলাই থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৫,৬৩২ জন সুবিধাভোগীকে মোট ২৭৩.১৮ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ে সুবিধাভোগীদের ৩৬.০৮ কোটি টাকা সরকারি ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৩০,২৫৮ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাকি ১০টি দপ্তর/সংস্থায় যে স্বনির্ভরতার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং হাজার হাজার যুবক-যুবতী উপকৃত হচ্ছেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, রাজ্য শিল্প দপ্তরের কাছে সব কাগজপত্রই আছে, দয়া করে সেগুলি সংগ্রহ করে ভালো করে জেনে সংবাদ মাধ্যমকে বলুন। ১১টি দপ্তর/সংস্থায় স্বনির্ভর কর্মসূচিগুলোর গাইড লাইনগুলো দেওয়া আছে, স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির একটি সহায়ক পুস্তিকায়। যা আমরা ২০১৭ সালের জুন মাসে প্রকাশ করেছিলাম। হাজার হাজার কপি পুস্তিকা রাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগ্রহ থাকলে মন্ত্রী মহোদয় এক কপি পুস্তিকা এনে দেখুন, তাতে নিজেই উপকৃত হবেন।

(তপন চক্রবর্তী)